উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দুর্গাপুজো

উত্তর কলকাতার কয়েকটি পুজো মণ্ডপে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি ঘুরে দেখে পাঠকদের জন্য লিপিবদ্ধ করলেন তাদের অভিজ্ঞতা। পুজো উদ্যোগক্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলেন সাংবাদিক হৈমন্তী রায় ঠাকুর, মল্লিকা ঘোষ ও সুরজিৎ মন্ডল।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম সান্দেশ

সিঁদুরে জবাবের পর ফের পাকিস্তান ভারতের মুখোমুখি

প্রেক্ষাপট এক। পরিস্থিতি আলাদা। ভারত পাকিস্তান আবার সামনা-সামনি। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় খেলার সূচি অনুযায়ী। এশিয়া কাপে দুবাইয়ে দুই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার কথা। লিখেছেন **সৈকত সাহা**

Fortnightly Newspaper: Vol-2 ● Issue - 9 ● September 2025 ● Tittle code: WBBEN16094 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

ঐতিহাসিক বিল পেশ করলেন সংসদে অমিত শাহ: ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীগণ কি সমর্থন করবেন বলে মনে হচ্ছে?

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : আগস্টের শেষের দিকে সংসদে ঘটলো ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করলেন লোকসভায় তিনটি বিল পেশ হল। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রিয়মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা যদি জারি হয় এবং ৩০ দিন একটানা জেল হেফাজতে থাকেন তাহলে সেই পদ থেকে তাঁকে অপসারিত হতে হবে। ৩০ দিন পর ৩১ দিনের মাথায় মন্ত্রিত্ব পদ আর থাকবে না।

লোকসভার সচিবালয়ে অমিত শাহ চিঠি দিয়ে জানান , তিনটি বিল পাস করাবার জন্য। সংবিধান (১৩০ তম সংশোধনী) বিল, ২০২৫ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠনের (সংশোধনী) বিল, এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধনী) বিল ২০২৫। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বা কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে গভর্নর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখবেন। তবে বিলে এও বলা আছে, যথোপযুক্ত যুক্তিকে কেন্দ্র করে মন্ত্রীরা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিচার বিবেচনার মাধ্যমে পুনরায় মন্ত্রিত্বের পদ ফিরে পেতে পারবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিলের উদ্দেশ্য বা কারণ ভারতের মন্ত্রীরা সমস্ত রাজ্যের গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। কাজেই যারাই দেশ সেবার জন্য কাজ করবেন তাঁরা যেন সততা ও সু-চরিত্রের ও সুষ্ঠ আচরণের অধিকারী হন। তাঁদের চরিত্র যেন সন্দেহাতীত হয়। তবে গুরুতর অপরাধের অপরাধী হয়েও একেবারে অপসারণ সংবিধানে নেই।

এই কারণে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া অব্দি জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করতে হলে নতুন সংবিধানের নিয়ম ৭৫, ১৬৪, ২৩৯ এ ধারা সংশোধন করতে হবে।

বিল পাশ এর ক্ষেত্রে বিরোধী শিবিরে জল্পনা তুঙ্গে। বিল পাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধীরা স্লোগান দিতে থাকে। বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলে দেন। রীতিমতো আলোরণ পড়ে যায় সংসদে। বাদল অধিবেশন কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থগিত হয় সেদিন। ভারতের মানুষ অপেক্ষায় আছেন, শেষ দেখার।

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জনহিতকর উদ্যোগ

সৌরভ দত্ত, বরানগর : ২৪ আগস্ট ‘ন’পাড়া বিবেকানন্দ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির’ উদ্যোগে “সুনিশ্চিত খাদ্য প্রকল্পের অন্তর্গত” বিনামূল্যে প্রতি মাসে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং মেধাবী ছাত্রকে আর্থিক সাহায্যের অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমাজকল্যাণমূলক এই উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন বরানগর পৌরসভার পৌরপারিষদ অঞ্জন পাল। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও উপহার তুলে দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের সম্পাদক রাজু সোম জানালেন, ২০ সেপ্টেম্বর মহালয়ার আগের দিন সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার ফুটপাথে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেবেন। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকার সাধারণ মানুষ সকলে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

কলিতে দ্বাপর এর প্রেক্ষাপট, আমরা কি ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছি?

নৈরিতা গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতা): মহাভারত মহাকাব্যের প্রসঙ্গ বার বার মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করে। এতো মিল! এক যুগ আগের কথা তবুও কলিতে তার একছত্র আধিপত্য।

বিষয় নারী নির্যাতন। চরিত্র বদলেছে, যুগ বদলেছে, শাসন ব্যবস্থা বদলেছে কিন্তু পুরুষের নারীর প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন, লোভ, কামনা কিছুই বদলায়নি।

একটা সময় দূরদর্শনের পর্দায় “মহাভারত” সিরিয়াল হত। বেশ মনে পড়ে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এপিসোডের দিন সিরিয়াল চলাকালীন কলকাতা সহ বাংলার রাস্তা জনমানব শূন্য হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিল আজ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দেখতেই হবে। ভাবখানা এমন যেন দর্শকের চোখের সামনে বস্ত্রহরণ হবে। যাইহোক, সিন ছিল মারাত্মক আগ্রহের। কারন রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল দুঃশাসন। রাজসভায় উপস্থিত সকলের সামনে পোশাক খুলে নেওয়া শুরু করেছিল সে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কিন্তু বাকি রাজার তোষামোদকারী মদতদাতাগণ তামাশা দেখেছিল। মহাভারতের এই কাহিনী প্রায় সকলের জানা। কিন্তু একবার যদি আমরা ভাবি দ্বাপর হোক বা কলি, মহাভারতের দ্রৌপদী হোক বা দিল্লির নির্ভয়া কিম্বা কলকাতার আর.জি.কর. হাসপাতালের ডাক্তার মেয়েটি অভয়া কাহিনীর দিক থেকে আলাদা করা যায়?

ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়েও মহিলার সম্মানহানী হওয়ার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী

থেকেছেন। বিচক্ষণ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপার মত মহারথী অন্য বিষয়ে অন্যায় এর প্রতিবাদ করলেও এই দিন জুল জুল দৃষ্টি ছিল তাঁদের। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলেননি বা প্রতিবাদ করেননি।

বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মিল পাবেন পাঠকগণ। রাজনীতির তাবড় তাবড় ব্যক্তিরাও মজা দেখেন। অর্থ দিয়ে কিনে রাখা জনগণকে শাসক দল ব্যবহার করে এভাবেই। দীর্ঘ এক বছর পেরিয়ে এসেও অভয়ার বিচার হয়নি। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ হয়েছে সাধারণের রাস্তায়। রাজপথে কেবল দলবাজি। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার খেলা। প্রমাণ লোপাটের আপ্রাণ চেষ্টা। মা তার সন্তানকে সারা জীবনের মত খুঁজে পাবে না। তাতে শাসক এর কি এসে যায়! রাজা - রানী তাঁরা জনগণের টাকায় এদেশ, সেদেশ, দান, খেলা, মেলা এসবে দিব্বি মেতে আছেন।

মহাভারতে ভীম এর চরিত্র মনে পড়ে? দুঃশাসনের হাত পা ছিঁড়ে বুকের রক্ত পান করেছিল। প্রতিবাদ এভাবেই করতে হয়। ভীম থাকবেন মহাকাব্যের পাতায়। বর্তমানের দুঃশাসনরা দিব্বি সাদা জামা, সাদা ট্রাউজার, স্নিকার, কয়েক কেজি ওজনের মোটা সোনার চেন, হাতে বালা টাইপ সোনার অলংকার পড়ে পতাকা তুলবেন। আরে বাবা রানিমা বা রাজামশাই আছেন। যত দুষ্কর্ম করবে সব মাপ। শুধু জনগণের টাকার কিছু অংশ জমা দাও রাজকোষে। ব্যাস। চিন্তা নেই। এখন পাড়ায় পাড়ায় শতাধিক দুঃশাসন। ল্যাংবোটের মত পা চাটার দল ঘুরে বেড়ায় অলি-গলিতে। মস্তানি আর ধর্ষণ। গাছ কেটে, জলাশয় বুজিয়ে

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 ● Issue-8 September 2025 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

পৌরাণিক যুগে দেবী দুর্গার আরাধনা ও সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

ঋতচেতা মুখার্জি : বৃষ্টি ও নিম্নচাপ-এর অস্বস্তি থাকলেও বাঙালি হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো একেবারে দোরগোড়ায়। কলকাতা সহ সারা বাংলায় এবং অন্যান্য রাজ্যেও জোরকদমে চলছে মাতৃ আরাধনার প্রস্তুতি। বাড়ির ঠাকুর দালানে কোথাও মূর্তি গড়ার কাজ আবার কোথাও টুকটাক ঠাকুর দালান ঝাড়-পোছ করার কাজ। বনেদি বাড়ির পুজোর কথা আজ নয়। আজকের আলোচনা পুরাণ মতে দেবী দুর্গারি প্রথা মেনে প্রথম পুজোর প্রচলনের ইতিউতি খোঁজ নেওয়া।

দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে হিরণ্যক্ষ পুত্র দুর্গম সমুদ্র মন্থনের সময় অসুরদের বঞ্চনা এবং তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার কামনায় পিতামহ ব্রহ্মার তপস্যা করেন। দুর্গমের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা বরদানে রাজি হন। দুর্গম প্রার্থনা করে, এমন এক নারী যে তাকে বধ করবে যিনি অনাবদ্ধ কে আবদ্ধ করতে পটিয়সী। বাকি কেউ তাকে বধ করতে পারবেনা।

ব্রহ্মার বর পেয়ে দুর্গম আত্মহারা হয়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারে ত্রিভুবন ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। ক্ষমতা আর বিজয়ের অহংকারে অসুর ত্রিভুবনকে হস্তহগত করলে সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হবে।

হচ্ছিল ও তাই। তখন দেবতারা ত্রিভুবন রক্ষা করতে দেবীর আহ্বান

করেন। মহামায়া দেবী মঙ্গলময়ী আবির্ভুত হন। দশভুজা দেবী দুগমাসুরের সঙ্গে দশ দিনব্যাপি যুদ্ধ করেন। দেবী ও তাঁর অংশভুত গুহ্যকালী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী প্রভৃতি দেবীগণের সাহায্য নিয়ে দুর্গমাসুরের কোটি সৈন্য নিধন করেন। মহামায়া মা অসুরনাশিনী দুর্গমসুরকে তীক্ষ্ণ শূলের আঘাতে বধ করেন।

দেবী দুর্গা স্বয়ং আদ্যাশক্তি মহামায়া মা দুর্গা। দেবীর শক্তিতেই ব্রহ্মা সৃজন, বিষ্ণু পালন এবং রুদ্র সংহার করেন।

পৌরাণিক যুগে দেবী দুর্গার দুটি মূল পূজার প্রচলন ছিল। রাজা সুরথ ও বৈশ্য বসন্তকালে বাসন্তী পুজো করে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। পরবর্তীতে রাবন বধের আগে রামচন্দ্র অকাল বোধন করেন শরৎকালে।

মার্কন্ডেয় চন্ডি অনুসারে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি প্রথম দেবী দুর্গার পুজো করেন বসন্তকালে। পরে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা করেন যা আজও পালিত হয়ে চলেছে বছরের পর বছর। আনন্দ ও নানা উপাচারে দেবীকে অঞ্জলি নিবেদন করেন বাংলার মানুষ। মনের যন্ত্রণা, বাধা দূর করার জন্য মাতৃশক্তি পূজিত হন জেলায় জেলায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পূরণ এ আবার শ্রীকৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুন্ঠের আদি বৃন্দাবনে প্রথম দুর্গাপুজো করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপুজো করেন।

ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শিব বিপদে পড়েন। তখন তৃতীয় দুর্গাপুজো করেন তিনি। দুর্বাশা মুনির অভিশাপে মা লক্ষ্মীকে হারিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যে পূজা করেন সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা।

সেই থেকেই নানা অঞ্চলে নানা সময়ে দেবী দুর্গা পূজিত হন পৃথিবীতে। মানুষের মঙ্গল কামনায় আড়ম্বরের সঙ্গে আগামী কয়েকদিন পরে মা দুর্গা তাঁর সন্তানদের নিয়ে মর্তে আসছেন মানব-মঙ্গলের জন্য। জয় মা দুর্গা।

কলিতে দ্বাপর এর প্রেক্ষাপট

১ পাতার পর

ফ্ল্যাট আর বাইরে থেকে আসা কিছু দুটি হাত দুটি পা অনেকটা মানুষের আকৃতির প্রাণী গুটখার পিক ফেলে রাঙিয়ে দিচ্ছে শহর কলকাতা।

প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রতিবাদী মানুষটির মৃত্যু অনিবার্য। আর আইন? সে তো খাতায় কলমে। সবাই তো জানেন আইনের দুটি চোখ কাপড় দিয়ে বন্ধ করা। অন্ধত্বের শিকার মানুষ। দ্বাপরেও ছিল, আজও একইভাবে আছে। দুষ্কৃতি দামি গাড়ি চড়ে আমোদ করছে। মরছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

তবে কৌরবদের মত ধ্বংসের প্রহর গোনা শুরু করো হে রাজামশাই। শত সন্তানের মধ্যে একমাত্র বিকর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের সেদিনের লাঞ্ছনার সভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বিকর্ণ তো একজনই। আজও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ্য করছে প্রাণের দায়ে। শিশু সন্তানের মুখ চেয়ে তো বাঁচতে হবে।

কালের পতাকা উত্তোলন হবে। রেহাই পাওয়া সহজ নয়। যুগের অবসান হয়ে সত্যের হাত ধরে আবার নতুন সূর্য উঠবে। আশা করা কি অন্যায়?

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের নিরিখে পৃথিবীতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি (কলকাতা): কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ ইংরেজি তে এ.এই. বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে। যত দিন যাবে এর ব্যবহার বাড়বে। বর্তমানে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার নিরিখে ভারত দুই নম্বরে।

চলতি বাজারে আমেরিকার পরই আমাদের দেশ। সমগ্র বিশ্বে একাধিক সংস্থার মধ্যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে লড়াই চলছে তারমধ্যে আমাদের দেশ ঢুকে পড়েছে।

চ্যাট-জিপিটির প্যারেন্ট কোম্পানি ভারতে তাদের নতুন অফিস ওপেন করার কথা

জানায় তখন ভারত ঢুকে পড়ে। ভারত চ্যাট-জিপিটির দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার।

এছাড়াও অন্যান্য দেশের তুলনায় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার গ্রহণীয়তা বাড়ছে খুব দ্রুত। গড়ে সপ্তাহিক ব্যবহারকারির সংখ্যা এক বছরে বেড়েছে চার গুন। কাজেই ভারতের জন্য এই পদক্ষেপ একেবারেই প্রতীকী নয়।

ওপেন এ.আই. এরইমধ্যে জিপিটি-৫ এ ভারতীয় ভাষা যুক্ত করার কাজ শুরু করেছে। ভারতের তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওপেন এ.আই. আকাডেমীর উদ্যোগ নিয়েছে।

তবে ইউ.এন.ডি.পি. কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভারতের স্থান নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয়নি।

কিন্তু ভারত উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে বলে জানা যায়। ডিজিটাল উদ্যোগের কারণে বিশ্বব্যাংকের বাণিজ্য সূচকে ভারতের স্থান ১২৩ থেকে ৬৩ তে উন্নীত হয়েছে।

ভারত স্মার্ট পরিকাঠামো ও এ আই এর মত বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যৎ এর অন্ধকার দূর করে আলোর দিশা দেখানোর চেষ্টা করছে এ কথা বলা বাহুল্য।

উত্তর কলকাতার বিখ্যাত দুর্গাপুজো

উত্তর কলকাতার কয়েকটি পুজো মণ্ডপে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি ঘুরে দেখে পাঠকদের জন্য লিপিবদ্ধ করলেন তাদের অভিজ্ঞতা। পুজো উদ্যোগক্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলেন সাংবাদিক হৈমন্তী রায় ঠাকুর, মল্লিকা ঘোষ ও সুরজিৎ মন্ডল।

উত্তর কলকাতা মানেই বাঙালির নস্টালজিয়া। বনেদি বাড়ির কড়ি বরগা থেকে, নকুরের সন্দেশ পটলার কচুরি আরো কত কি। একইভাবে শতবর্ষ পেরিয়ে উত্তর কলকাতার বনেদি দুর্গাপুজো। বাড়ির পুজো এবারের আলোচনা নয়। আমরা বেরিয়েছিলাম সর্বজনীন পুজো মণ্ডপের উঠোনে। যে কয়েকটি পুজো মণ্ডপে গিয়ে কথা বলেছে আমাদের টিম "প্রথম সন্দেশ" প্রত্যেক প্যান্ডেলে তোড়জোড় তুঙ্গে। ক্লাবের সদস্যগণ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের পুজো নিয়ে নানা খুঁটিনাটি কথা বলেছেন যা উল্লেখযোগ্য।

বাগবাজার সর্বজনীন

১০৭ বছর এবার। ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন পুজো। ১৯১৯ সালে শুরু হওয়া পুজো আজ অভিজ্ঞতার ভারে নুব্জ্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে প্রাচীনত্বের সোদা গন্ধে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই পুজোর প্রথম সভাপতি ছিলেন। সেই সময় এই সংগঠন ছিল বিপ্লবের আঁতুড়ঘর। কাজেই 'বাগবাজার সর্বজনীন' শুধু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গাপুজোর সংগঠন নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে সাবেকি ঐতিহ্য, বনেদয়ানা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

আহিরীটোলা সর্বজনীন

উত্তর কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুজো আহিরীটোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পুজো মণ্ডপের খুব কাছে মা গঙ্গা প্রবাহিত। এই ঘাট

থেকে কুমোরটুলিতে প্রতিমা তৈরির মাটি সংগ্রহ হত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই আহিরীটোলা ঘাটে একাধিকবার পদার্পন করেছেন। কাজেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম।

এবারের অর্থাৎ ২০২৫ এর থিম "প্রবাহ"। এই শব্দের ব্যাখ্যা অন্থহীন, বললেন আহিরীটোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক প্রীতম ঘোষ। "সন্দেশ পত্রিকা"র সদস্যরা মণ্ডপে প্রবেশ করে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। চারিদিকে কাজ চলছিল। বড়ো বড়ো টিন, লোহা, দড়ি, লোহার তারের জাল সহ প্লাস্টার অফ প্যারিসের দুর্গা প্রতিমা প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। বেশ অনেকটা বর্গ ফুট এর মণ্ডপ। তারইমধ্যে প্রীতমবাবুকে জানতে চেয়েছিলাম ভাবনার বিষয় জানলাম। সেই সম্পর্কে তথ্য যদি দেন। কোনোরকম বিরক্তি ছাড়া উনি জানান – "প্রবাহ বলতে পরিবর্তনশীল, সচল অবস্থা বা প্রক্রিয়াপদ্ধতি বোঝায়। যা পৃথিবীর বিভিন্ন জাগতিক রূপে দেখা যায়। যেমন ধরুন, ভূত্বক ও ম্যান্টেলের প্রবাহ, জলবায়ু-সমুদ্রের স্রোত এর প্রবাহ, বায়ুমন্ডলীয় প্রবাহ,

মহাজাগতিক রশ্মি প্রবাহ ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে আমাদের চৈতন্য, সাধনা, সবকিছুকে ধরে রাখার আধার আমাদের মানবদেহ। শরীরের চক্রকে জাগিয়ে তুলে মহাজ্ঞানে পৌঁছতে চান সাধক। এতেই মোক্ষলাভ। মুক্তি। কুণ্ডলিনীর সাত চক্রের মধ্যে মিলবে এক বৃত্তাকার প্রবাহ। তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্রের মধ্যে বয়ে চলা প্রকৃতির এই চিরন্তন সত্য। ভারতের আবহমান ধারাকে বজায় রেখে আমরা খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমাদের ৮৬ তম দুর্গোৎসব এর মণ্ডপ ভাবনায়।" প্রীতমবাবুর পুজোর থিম নিয়ে চমৎকার আত্মবিশ্বাস আর গভীরতা এবং বিষয় সম্পর্কে এতটাই স্পষ্ট জ্ঞান প্রশংসার দাবি রাখে। সেদিনের সন্ধ্যে আহিরীটোলা পুজো মণ্ডপে আন্তরিকতা মিশ্রিত ছোট্ট কাগজের কাপে লিকার চা ক্লান্তি দূর করার জন্য ছিল অনবদ্য।

কুমোরটুলি সর্বজনীন

৯৫ বছর পূর্ণ করলো কুমোরটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসব। থিম "নারায়ণী নমঃস্তুতে"। জানালেন পুজো উদ্যোগতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য। কোনো সংস্কৃত মন্ত্রের শব্দ নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ

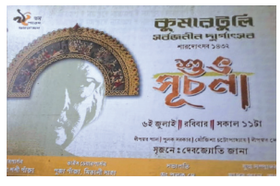

দেবনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই থিম নাম "নারায়ণী নমঃস্তুতে"। দেবাশীষবাবু জানান, "এই বছর একাধিক বিখ্যাত মানুষের শতবর্ষ। কিন্তু আমরা শিশুমনে অনাবিল আনন্দ দিয়ে গেছেন যিনি তাঁকে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ২০২৫ এর পুজোর থিম হিসেবে মাতৃপুজোর মণ্ডপ সহ সমগ্র বিষয়টাই নারায়ণ দেবনাথ এর নন্টে ফন্টে, হাঁদা ভোদা, বাঁটুল দি গ্রেট ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন শিল্পী বা সৃজনে দেবজ্যোতি জানা। মণ্ডপ প্রস্তুতি চলছে। মহালয়ার পরেই মা দুর্গার আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এই দুর্গাপুজো ছাড়াও আমাদের কমিটির সারা বছর নানা কর্মসুচি পালন করা হয়। যা সামাজিকমুখী। কোভিডের সময় আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের চাহিদা মিটিয়েছি। এখনো দরকার মত সেই চাহিদা আমরা মেটাই। এছাড়া রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান থাকে সারা বছর ধরে। কিছু না কিছু চলতেই থাকে। তবে মাতৃপুজোর মতো আনন্দ এবং চার দিনের পুজো নিয়ে কাজের থাকার ডুবে থাকার অনুভূতি সম্পুর্ণ অন্যরকম। মা দুর্গা আসেন মানব জাতির মঙ্গল সাধনের জন্য। কাজেই আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা জুড়ে মানুষ মা এর আরাধনা করেন। আমি মনে করি, দুর্গাপুজো আমাদের অতি প্রাচীন এক ঐতিহ্য।"

শোভাবাজার বেনিয়াটোলা দুর্গোৎসব

৮১ বছরে পদার্পন অষ্টধাতুর দুর্গা প্রতিমার পুজো। শোভাবাজার বেণীয়াটোলা এলাকার মানুষ "সোনার দুর্গা প্রতিমা" বলে থাকেন। কারণ অষ্টধাতুর হলেও মাতৃপ্রতিমা স্বর্ণবর্ণ। দশভুজা মা সোনার রঙের বলেই স্বর্ণ প্রতিমা বলেন এলাকাবাসি। ১০০০ কেজি ওজন ও ১১ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন মাতৃরূপ। সমগ্র উত্তর কলকাতার মধ্যে এই প্রতিমা ওজনে ভারী। এটাই এর বৈশিষ্ট্য। এই দুর্গাপুজোর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ দ্বান জানান- "মহালয়ার পরের দিন বিশেষ যজ্ঞের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু হয়ে যায়।আমাদের দুর্গাপুজোর সূচনা সেদিনই। মণ্ডপ মেতে ওঠে

মা দুর্গার আবাহনে। ভোর পাঁচটায় গঙ্গা থেকে ঘটে জল আনার সময় থেকে সারাদিন চলে যজ্ঞ ও পূজাপাঠ। তারপর তো নানা অনুষ্ঠান দশমী অব্দি চলতেই থাকে। সারা বছর অপেক্ষা থাকে এলাকার সমস্ত মানুষের। আপনাদের মাধ্যমে সকলকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সবাইকে নিয়ে আসবেন।" পুজো উদ্যোগতাদের আন্তরিকতা আমাদের বাংলার বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট সেটা অনুভুত হয়েছিল সেদিন। সর্বাঙ্গীন শুভেচ্ছা রইলো এই পুজো উদ্যোগতাদের "প্রথম সন্দেশ" পত্রিকার পক্ষ থেকে।

কুমারটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব

পৃথিবীর সব থেকে বড়ো প্রতিমা শিল্পের 'হাব' হল কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চল বা কুমারটুলি চত্বর। কুমারটুলি অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুর্গাপুজো কুমারটুলি পার্ক এর পুজো। ২০২৫ সালের থিম "পত্রশোভা"। আমাদের শহুরে জীবনে গাছের প্রাধান্য ক্রমশ কমে আসছে। গাছ কেটে তৈরী হচ্ছে দৈত্যের মত ফ্ল্যাট বা আবাসন। কিন্তু কুমারটুলি পার্ক গাছের পাতা দিয়েই সুসজ্জিত করছে সমগ্র মণ্ডপ। সরাসরি আমরা কথা বলেছিলাম শিল্পী বাপাই সেন ওঁর সঙ্গে। নানা ধরণের শুকনো পাতার ওপর দেব দেবীর মূর্তি তৈরী করে অভিনবত্ব আনছেন বাপাই। ঝরা পাতা কাজে লাগিয়ে নতুন শিল্প

সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। নারকেল পাতা, কাঁঠালপাতা ইত্যাদি নানা গাছের পাতা শুকিয়ে প্রসেস করে মূর্তির ডাইস তৈরী হচ্ছে। গাছের নানা অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে পাতা শুকিয়ে। মণ্ডপসজ্জা

পাতার ওপর কারুকার্য করেই মূলত তৈরী হচ্ছে। বাপাই আরো বলেন, সবটা পুজোর মাঠে করা যাচ্ছেনা বৃষ্টির জন্য, ওঁর স্টুডিও তে কাজ চলছে। ১৬ জন কাজ করছেন তাঁর ইন্সট্রাকশন মেনে। সম্পুর্ণ ইকো ফ্রেন্ডলি মন্ডপ। মাতৃ প্রতিমা মাটির হলেও পাতার ব্যবহার কিভাবে হচ্ছে এক্ষুনি তিনি বলতে চাইছেন না। কারণ ওভাবে বোঝানো একজন শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আকর্ষণীয় হবেই এই আত্মবিশ্বাস বাপাই সেনের চোখে মুখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। বাংলার দুর্গাপুজোর এতো কোটি কোটি টাকা ব্যায় কিন্তু শিল্পীদের যথার্থ পারিশ্রমিক সব সময় পাওয়া যায় না। এই আক্ষেপের সামান্য উঁকি দেওয়া বর্ষার রোদের মত ঝলক আমাদের চোখ এড়ায়নি।

তবে সব মিলিয়ে কুমারটুলি পার্কের মাঠে দুর্গামণ্ডপ প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-2 ● Issue-8 September 2025 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সিঁদুরে জবাবের পর ফের পাকিস্তান ভারতের মুখোমুখি

সৈকত সাহা : প্রেক্ষাপট এক। পরিস্থিতি আলাদা। ভারত পাকিস্তান আবার সামনা-সামনি। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় খেলার সূচি অনুযায়ী। এশিয়া কাপে দুবাইয়ে দুই প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার কথা। তবে পেহেলগাঁও আক্রমণে নিরীহদের খুন। তারপর ভারতের অপারেশন সিঁদুর। সেই আঁচ বাইশ গজে পড়তে চলেছে তা দিল্লি থেকে ইসলামাবাদ সবাই জানে। তাও আবার মারাকাটারি টি-২০ ম্যাচ। কিন্তু কেন পরিস্থিতি আর প্রেক্ষাপটের বাইরে আরেকটা বিষয় আছে। একেবারে নতুনদের নিয়ে সামনে ভারত। নয়া ভারতের স্লোগানের মতোই নয়া টিম ইন্ডিয়া। একইভাবে পাক দলে নেই রিসোয়ান আর বাবর।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা নেই। থাকবে না ঋষভ পান্থ। না থাকার সম্ভাবনা মহম্মদ শামীর। বুমরাও ফিট যদি হয়ে তাহলেই সুযোগ পাবে নয়তো নয়। অন্যদিকে জীবনের সেরা অফ ফর্মে বাবর আজম। রিজওয়ান সদ্য অফ ফর্মের ক্লাবে প্রবেশ করেছে। এই দুজনকে শোয়েব আখতার থেকে আহেমদ শেহেজাদের মতো পুরোনো পাক খেলোয়ারেরা তুলোধোনা করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে খারাপ খেলার জন্য। যদিও সেটা একদিনের ম্যাচ ছিলো। শেষ টি-২০ সিরিজে বিদেশে পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে। আবার ইংল্যান্ডকে দেশের মাটিতে ৪-১ ব্যাবধানে হারিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছিল ভারত। তবে এশিয়া কাপে লড়াই শুরু করার আগে দুই দেশ যে ঝাঁপাবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাবর আর রিজওয়ান টিমে নেই বলে শোনা গেলেও শেষ মুহূর্তে বাবরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিস্থিতি এখন আলাদা। তার কারণ, সম্প্রতি লেজেন্ডদের একটি প্রতিযোগিতায় যুবরাজ সিংহ ভারতের অধিনায়ক ছিলো। পাকিস্তানের তরফে শহীদ আফ্রিদি। সেমি ফাইনাল ম্যাচ ভারতের সঙ্গে ছিলো পাকিস্তানের। কিন্তু ভারতীয় লেজেন্ডদের দল পাকিস্তানের সঙ্গে খেলেনি। ঘোষণা করে টুর্নামেন্ট ছেড়ে চলে আসে। সেখানেও তিক্ততার তেজ আলোচনায় আসে। এমনকি এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেন পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে ভারত সেই প্রশ্ন ওঠে সংসদে। এমন অবস্থায় এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তানের ম্যাচ দুবাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সেটা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা আছেই। তার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের একের পর এক ঘোষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বদলে যাওয়া সমীকরণকে নির্দেশিত করেছে। পাক সেনাপ্রধানের আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে হুঙ্কারকে পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। ভারতের সেনার তরফে একের পর এক প্রমান সামনে রেখে পাকিস্তানের ৬টি যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দেওয়ার তথ্য চাপে রেখেছে পাকিস্তানকে। ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণার পর স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে সুদর্শন সিস্টেম। যা পাকিস্তানের পায়ের তোলার জমি আলগা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এমন প্রেক্ষাপটে ভারত পাক ম্যাচ বিশ্বের দরবারে ভীষণ তৎপর্যপূর্ণ।

এই বছর থেকেই এশিয়া কাপ টি-২০ ফরম্যাটে হবে। আগেই টি-২০ ফরম্যাটে অবসর নিয়েছে বিরাট আর রোহিত। তাই এই এশিয়া কাপে তাদেরকে দেখা যাবে না। শেষ পাকিস্তানের সঙ্গে টি-২০ আর ওয়ান ডে ম্যাচে বিরাট দায়িত্ব নিয়ে ভারতকে জেতায়। সেই নিরিখে বিরাটের না থাকা ভারতের জন্য চাপের কারণ হতে পারে। যদিও বিকল্প ভারতের কয়েকগুণ বেশি আছে পাকিস্তানের তুলনায়।

১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাক মহারণ। কিন্তু একই টুর্নামেন্টে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আরো বেশ কয়েকবার। নিরাপত্তা যদি কোনো কারণ না থাকে তাহলে মাঠে বল স্পর্শ করবে আর নিরাপত্তা যদি ইস্যু হয়ে তাহলে বাতাসে বইবে বিতর্ক। যার বিস্তার লাহোর থেকে লক্ষণউ শুধু নয় লস এঞ্জেলস পর্যন্ত হবে। যা ভারত-পাক ম্যাচের থেকে কম হবে না। মুলতান থেকে মিজোরামের মানুষ তো দেখবেন, সঙ্গে যুক্ত হবে মস্কোর মানুষ।

শীতকালে ভারতে মেসি ম্যাজিক, ভারতের বিশ্বকাপ ম্যাজিক কবে?

সায়ন : মেসি আসছেন ভারতে। কেরালায় শীতকালে একটি ম্যাচ খেলবে বলে খবর। খরচ প্রায় ৩৫-৪২ কোটি টাকা। এমনই তথ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এরআগে মেসি কলকাতায় এসেছিলো ২০১১ সালে। সেই মেসি ম্যাজিকে কাতর হয় কলকাতা। রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার। যুবভারতীতে পুলিশে ছয়লাপ। মেসির টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। একই অবস্থা হবে কেরালায়। আদতে ভারতে। বিশ্বকাপ জেতার পর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যে আর কোনো দ্বিধা নেই। তারমধ্যে আগামী বছর ফের আসর বসতে চলেছে বিশ্বকাপের। কিন্তু প্রশ্ন একটাই প্রায় ৩৫-৪২ কোটি টাকা? নাকি আরো কম টাকা? নাকি বেশি? দেশের ফুটবলে কতটা লাভ হতে পারে?

ভারতের ফুটবল দলের ফিফার তরফে যে রাঙ্কিং ২০১১ থেকে যা ছিলো তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। ২০১১ ভারতের সর্বোচ্চ রাঙ্কিং ছিলো ১৪৪। সর্বনিম্ন ১৬৯ নম্বরে। ২০১২ সালে ১৫৪ সর্বোচ্চ। আর ১৬৭ সর্বনিম্ন ! আবার ২০১৩ সালে ১৪৬। সেই বছরেই ফলাফল আরো খারাপ হয়ে ১৬৭ হয়। ২০১৫ সালে ১৭৩ পর্যন্ত হয়ে যায় রাঙ্কিং। আবার ২০১৭ সালে ৯৬ তে চলে আসে এমনও হয়েছে । ২০২৩ সালে সব থেকে ভালো রাঙ্ক পায় ভারত। ৯৩। কিন্তু সেসব অতীত। এখন ভারতের রাঙ্কিং ১৩৩।

মারাদোনা এসেছে। মেসি এসেছে। মেসি আবার আসছে। শুধু কেরালা নয় কলকাতাতেও আসছে বলে শোনা যাচ্ছে ডিসেম্বরে। কিন্তু এই তারকাদের আসার প্রভাব আপাতত ইতিহাস বলে ভারতীয় দলের ওপর পড়ছে না। এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য হয়নি। আগামীদিন যদি বিষয়টা বদলায় তাহলে হয়তো এর সুফল পাবে ভারতবাসী। মেসি আসছে। কয়েকটা দারুন ছবি উঠছে। ৩৫-৪২ কোটি খরচ হচ্ছে কিন্তু ভারত বিশ্বকাপের মূলপর্বের দিকে সেভাবে এগোতে পারছে না।কেন? আসলে খেলাটা মাঠে। মেসিকে দেখে নয়। বিনোদন হোক। খেলায় উন্নতির প্রয়োজন। যে তালা সেই দরজা বন্ধ রেখেছে। সেই তালা ভাঙতে হবে। সেটা ভাঙার সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি। এরকম যদি হতো, ভারতীয় ফুটবল টিমের ড্রেসিং রুমে মেসি গিয়ে ১০ মিনিট কথা বললেন। আর সেটা অনুবাদক অনুবাদ করে দিলেন। সুনীল আনোয়াররা শুনলেন। বুঝলেন। মেসিকে জড়িয়ে ধরলেন। মেসি টিপস দিলেন। আর যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, "আপনারা যখন বিশ্বকাপ খেলবেন আমি আপনাদের সাপোর্টার হবো। গ্যালারি থেকে দেখবো। কারণ এবারের পরে তো আর আমাকে...." ভারতীয় দল কি উজ্জীবিত কিছুই হবে না এটা শুনে? এরপর দেখা যাবে ভারতীয় দলের সদস্যরা ফোকাস হওয়ার জন্য অন্তরালে। আর তাদেরকে কেউ সামনে পেলেন না। একসঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিজেদের কাছেই প্রতিজ্ঞা করবে। কিছু করে দেখানোর অঙ্গীকার নিলেন। ব্যাপারটা একটু সেলুলয়েডের মত হলেও অন্য উপায় নেই। একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে কাঁচ ভেঙে এগোনোর। এখন মেসি দেশের মাটিতে পা রাখবে আর দূর থেকে হলেও তাকে একবার দেখার ইচ্ছা নেই এমন কোনো ফুটবলপ্রেমী আছে? সেই ফুটবলপ্রেমীরাই ভারতকে মেসির মত বিশ্বকাপ খেলতে দেখতে চায়।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্ব ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রকাশিত হল ম্যাক্সমুলার ভবন পার্ক স্ট্রিট প্রেক্ষগৃহে

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৯৯২ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় "দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি।" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার স্মরজিৎ জানার হাত ধরে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলা শুরু করে। বহু বাধা, অমানবিক লড়াই, সামাজিক বঞ্চনা সঙ্গে নিয়েই আজ ৩৩ বছরের শিরদাঁড়া সোজা রাখা সংগঠন।

যৌনপল্লী মানেই সমাজের বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় মনে করেন তাঁরা ব্রাত্য। যাইহোক, যাঁরা "গতর খাটিয়ে খায়" তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অহরহ।

তাদের নিয়ে আলাদা করে অন্য ভাবনায় ভেবেছেন বিখ্যাত পরিচালক পারমিতা ভোরা।

যৌনপল্লী সমাজে না থাকলে সমাজের ক্ষতি ঠিক কতটা হত তার পরিসংখ্যান করা সহজ নয়। সমাজের রক্ষাকবচ বললে অতিরঞ্জিত হবে হলে মনে হয় না।

পারমিতা ভোরা সহজ সরলভাবে তৈরী করেছেন ডকুমেন্টারি ফিল্ম। তথ্য সমৃদ্ধ এই ফিল্ম যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এর ম্যাকসমুলার ভবনে অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এই তথ্যচিত্র। বিশিষ্ট গুণীজনের উপস্থিতিতে সেদিনের সন্ধ্যা হয়েছিল চিন্তা মিশ্রিত বাক্যহারা সময়।

যৌনকর্মীদের যন্ত্রণা ও কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই এর অভিজ্ঞতা বার বার এই তথ্যচিত্র মানুষের সামনে আসবে। আশাবাদী মনন সে কথাই জানান দিচ্ছে।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com